তারিখ ...24 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৬...

সমকাল

শিক্ষক সংকটে বন্ধ থাকে স্কুল

উলিপুর

১১ প্রাথমিক বিদ্যালয়

■ উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

উলিপুরে চরাঞ্চলের ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ ২৯টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য কয়েক বছর ধরে। মাত্র একজন করে সহকারী শিক্ষক দিয়ে প্রধান শিক্ষকের দাপ্তরিক কাজ ও পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা। শিক্ষক সংকটের ফলে মাসের অধিকাংশ দিনই বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে চরাঞ্চলের ৫ হাজার শিশু শিক্ষার্থী। এদিকে ৪ পদের স্কুলে শিক্ষক প্রতিস্থাপন ছাড়া বদলি করা যাবে না এ নির্দেশ ভঙ্গ করে কর্তৃপক্ষ ডেপুটেশন ও বদলি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত করেছে চরের স্কুলগুলোকে। সরকার চরের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নতি করলেও ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়নি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও বদলি বাণিজ্যের কারণে।

সাহেবের আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মমিনুল ইসলাম জানান, নদীবেষ্টিত এসব চরের বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার্থীর চাপ অনেক বেশি। চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ধনি-গরিব পরিবারের সন্তানদের একমাত্র ভরসা। তার বিদ্যালয়ে ৩-৪শ' শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রধান শিক্ষকসহ ৪টি পদ শূন্য থাকায় বাধ্য হয়ে তিনি প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও পিয়নের দায়িত্ব পালন করছেন। এ অবস্থায় তার একার পক্ষে দাপ্তরিক কাজ করে পাঠদান করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া অফিসের কাজে তাকে প্রায় উপজেলা শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। তখন বিদ্যালয় বন্ধ রাখা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তিন হাজারীর চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান জানান, সহকারী শিক্ষক তাসলিমা বেগম যোগদান করার পর প্রশিক্ষণে গেছেন এবং উম্মে কুলসুম খুশি কুড়িগ্রাম ফুলবাড়ী থেকে মাঝেমধ্যে আসেন। ১২ অক্টোবর সুখেরবাতীর চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে দেখা যায় বিদ্যালয়ের প্রধান গেটে তালা ঝুলছে, শিক্ষার্থীরা এসে ভবনের নিচতলায় বই রেখে খেলা করছে, কেউ আবার বসে বসে কাঁচা বাদাম খুঁটছে। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী জাকির হোসেন, রওশনারা, সুমনা, সুজা, তৃতীয় শ্রেণীর জয়নব, রহমান, শাপলা, চতুর্থ শ্রেণীর চায়না, চাঁদ মিয়া জানায়, 'যতিন স্যার যে দিন আসে সে দিন ক্লাস হয়, না আইলে ইস্কুল বন্ধ থাহে। ইস্কুল বন্ধ থাকলে বিস্কুটও পাওয়া যায় না।' প্রায় দিন তারা এভাবে স্যারের অপেক্ষায় থেকে ফিরে যায়। শিক্ষক না থাকায় বন্ধ দেখা গেল দই খাওয়ার চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গেন্দার আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মশালের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলার ১১৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩৩টি ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য ৩৭টি। দীর্ঘদিন ধরে নদী বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল সাহেবের আলগা ও বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ১১টি পদই শূন্য ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ২৯টি। মশালের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ ৫টি পদের মধ্যে কর্মরত রয়েছেন এক সহকারী শিক্ষক, খুদিরকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪, সুখেরবাতীর চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জনের স্থলে ১, সাহেবের আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জনের স্থলে ১, গেন্দার আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জনের স্থলে ২, নামাজের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জনের স্থলে ২, তিন হাজারীর চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১, দই খাওয়ার চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১, চর বাঘুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫ জনের স্থলে ২ জন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম তৌফিকুর রহমান জানান, তিনি কিছুদিন আগে এসেছেন, এ পরিস্থিতি থাকবে না বলে আশ্বস্ত করেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্বপন কুমার রায় চৌধুরী (চলতি দায়িত্ব) এ ব্যাপারে কিছু জানেন না। তবে বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।